দৈনিক
ইত্তেফাক

13 JAN 2017
১৪ ৬

হাজীগঞ্জে ৫৭টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে নেই বিদ্যুৎ সংযোগ

অন্ধকারে ক্লাস করতে বাধ্য হচ্ছে শিক্ষার্থীরা

■ শাখাওয়াত হোসেন শামীম, হাজীগঞ্জ (চাঁদপুর)সংবাদদাতা

চাঁদপুরের হাজীগঞ্জে ১৫৭টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মধ্যে ৫৭টি বিদ্যালয়ে বিদ্যুৎ সংযোগ নেই। বিদ্যুৎ সংযোগ না থাকায় এসব বিদ্যালয়ে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীকে বিভিন্ন ধরনের ভোগান্তির শিকার হতে হচ্ছে। তাছাড়া শিক্ষা কার্যক্রমও চরমভাবে ব্যাহত হচ্ছে। উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তার কার্যালয়ের সূত্রমতে, উপজেলায় প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা ১৫৭টি। একশ' বিদ্যালয়ে বিদ্যুৎ সংযোগ থাকলেও বাকি ৫৭টি বিদ্যালয়ে নেই। বিদ্যুৎ সংযোগ না থাকায় এসব বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থার সুযোগ-সুবিধা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। তবে উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা কার্যালয় বলছে বিদ্যুৎ সংযোগবিহীন বিদ্যালয়গুলোতে সংযোগ দেয়ার জন্য প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ে তথ্য পাঠানো হয়েছে।

উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা কার্যালয়ের অফিস সহকারী কাউসার হোসেন জানান, গতবছর ৬৫টি বিদ্যালয়ে মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টর সরবরাহ করা হয়েছে। পর্যায়ক্রমে প্রতিটি বিদ্যালয়ে প্রজেক্টর দেয়া হবে। যেসব বিদ্যালয়ে বিদ্যুৎ নেই তারাও এ সুবিধা প্যাবেন। কাশিমপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মো. মাহবুবুর রহমান বলেন, তার বিদ্যালয়ে পূর্বে বিদ্যুৎ সংযোগ ছিল। বিদ্যুৎ বিল না দেয়ায় পাঁচ বছর আগে সংযোগ কেটে দেয়া হয়েছে। তিনি আরো জানান, তার বিদ্যালয়ে ১৪৬ জন ছাত্র-ছাত্রী আছে। গত ডিসেম্বর মাসে উপজেলা থেকে মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টর পাঠানো হয়েছে। বিদ্যুৎ না থাকায় এটি ব্যবহার করা যাচ্ছে না। বিদ্যালয়ের পঞ্চম শ্রেণির শিক্ষার্থী ফাতেমা ও সাহিদা জানান, বিদ্যুৎ না থাকায় গরমকালে সবচেয়ে বেশি ভোগান্তি হয়। গত কয়েকদিন কুয়াশার কারণে কক্ষের দরজা-জানালা বন্ধ করে ক্লাস হয়েছে। কিন্তু দরজা-জানালা বন্ধ করলে কক্ষ অন্ধকার হয়ে যায়। তখন আর ক্লাস করা যায় না।

হাজীগঞ্জে ১৫৭টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মধ্যে ৫৭টি বিদ্যালয়ে বিদ্যুৎ সংযোগ নেই। বিদ্যুৎ সংযোগ না থাকায় এসব বিদ্যালয়ে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীকে বিভিন্ন ধরনের ভোগান্তির শিকার হতে হচ্ছে। তাছাড়া শিক্ষা কার্যক্রমও চরমভাবে ব্যাহত হচ্ছে। উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তার কার্যালয়ের সূত্রমতে, উপজেলায় প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা ১৫৭টি

পশ্চিম হাটিলা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় পরিচালনা পর্ষদের সভাপতি মো. মিজানুর রহমান জানান, এখানে বিদ্যুৎ সংযোগ দেয়ার জন্য একটি বৈদ্যুতিক খুঁটির প্রয়োজন। খুঁটির জন্য চাঁদপুর পল্লি বিদ্যুৎ সমিতির কার্যালয়ে আবেদন করেছি। সহসাই বিদ্যুৎ পাওয়া যাবে।

উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা (ভারপ্রাপ্ত) একেএম মিজানুর রহমান জানান, ২১ নভেম্বর প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় থেকে বিদ্যুৎবিহীন বিদ্যালয়ের তালিকা চাওয়া হয়। আমরা প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেয়ার জন্য জেলা শিক্ষা কার্যালয়ের মাধ্যমে এসব বিদ্যালয়ের তথ্য মন্ত্রণালয়ে পাঠিয়েছি।

চাঁদপুর পল্লি বিদ্যুৎ সমিতি-১-এর মহাব্যবস্থাপক (জিএম) মো. ইউসুফ বলেন, উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা কার্যালয় থেকে এ বিষয়ে আমার সাথে কোনো যোগাযোগ করা হয়নি।